সুধাংশু রা পালাবে না !

নন্দিনী হোসেন

না ! স্বপ্নাদি, না! তুমি,তোমরা পালাবে না কেউ,
শুভ,চয়ন দা !অনেক তো হল ,এবার ঘরমুখো হও !
এবার চৌদ্দ-পূরুষের ভিটে-মাটি আকড়ে ধর
সু-কঠীন দৃপ্ত-শপথে.....!

স্বপ্নাদি ! তুমি না দেখা হলেই বল 'হায় ভগবান !কত দিন পর এলি বলতো?
জানিস,একে,তাকে সুধাই কবে আসবে নন্দিনী'রা
জানো কিছু ? আর তোরা কিনা .....,আমাদের কথা তোদের মনেই থাকে না-চিঠি
ও ত দিস না আর আজকাল .....'
মান অভিমানের পালা সাংগ করে ,কখন যে বিছানায় পা মুড়ে বসে পরি,মেতে উঠি তুমুল আড্ডায়। ঝাল-মুড়ি ,আম- সত্ত, আচার ধবংস হয় মূহুর্তে।
'জানিস,শুভ টা যে কি করছে আজকাল,বাড়িতে থাকে না মোটেই,
কোথায় কোথায় যে কাদের সাথে ঘুরে বেড়ায়,আর.....
আর, এক বাজে ছেলের পাল্লায় পরে ড্রাগ ও নাকি নেয় শুনি ,সেখানেই পরে থাকে সারাক্ষন-'!
আমি অবাক বিস্ময়ে বলি,শুভ ? শুভ এরকম বদলে গেছে ?
সেই শুভ .....!যাকে আমরা খেলায় নিতাম না কখন ও বলতাম, " ছেলেদের আমরা খেলায় নেই না, যা যা ভাগ.....!"
শুনে ভ্যাঁ করে কাঁদতে বস তো., ...আমাদের তখন কি অকারণ
খিল -খিল খিল -খিল হাসি...!

দূর্গা পূজোয় প্রসাদ খাওয়া,
চড়কের মেলায় যাওয়ার গোপন তোরজোর
আমাকে সাথে নেবার জন্য সে কি কাতর বায়না.....
তুমি কখন ই আমাকে নিতে চাইতে না সপ্নাদি মনে
আছে?
বলতে ,ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যাবি তুই,
হাত ছেড়ে দিস যদি...!
না,সপ্নাদি আমি তো কখন ই হাত চাড়িনি
তোমার,হারিয়ে ও যাই নি।তবে কেন,
তবে কেন তুমি ই হারিয়ে যাবে বল আজ??

কার এত সাহস আপনাকে পালাতে বলে নীলু কাকু?
গীতা কাকির ছবিতে রোজ মালা দেবে কে তাহলে
বলুন?
কে দেবে তার প্রিয় তুলষী তলায় প্রদীপ আর.....!
আপনাদের না প্রেমের বিয়ে ছিল ?
সেই তাকে আজ ফেলে ,পালিয়ে যাবেন একা?
গীতা কাকির আত্বা হাহাকার ছড়াবে
অসীম শুন্যতায় -শুন্য ভিটের পরে ,
পাগল হয়ে খুজবে যে ! আপনি যেখানেই পালান,
তাঁকে তো ফেলে যেতেই হবে কাকু ! এই মাটি-
আকাশের সাথে মিতালি তাঁর ,সে কি ঘোচানো যাবে
কোনকালে আর ?

দোহাই কাকু ,আপনি সাহসী হন এবার ,
আপনাকে সাহসী যে হতেই হবে-গীতা কাকির জন্য!
আপনারা পালিয়ে গিয়ে সব -শকুনীদের ভাগার -উল্লাস
বাড়াবেন না আর! এবার ঘুরে দাড়ান নিলুকাকু,
এবার একটু ঘুরে দাড়ান দেখি !!

কিসের এত ভয় ? কাকে ভয় ??
এ মাটি যত টুকু আমার,
ঠীক ততখানি ই তোমার,তোমাদের অরিত্র !
কোন সে লুটেরা,অস্বিকার করে তা??

সেই কবে ,তুমি এক টুকরো কাগজ হাতে দিয়ে,
বলেছিলে সবার অলক্ষ্যে,'বাসায় নিয়ে একলা তুমি
পড়ো,কেউ জানে না যেন.....'!

বারো বছরের বালিকা কিই বা জানে
প্রেম-পত্রের মুল্য ! নাক কুঁচকে বলেছিল
'ধ্যাৎ ! তোমার হাতের লিখা কি বিচ্ছিরি !
অতঃপর ,কি প্রাণান্ত-প্রয়াস সু-ছিরি আনার ।
'তুই রাংগা'দার চিঠির উত্তর দিস না কেন রে '?
শুনে হতবাক বালিকা,কাপা কাপা গলায় বলেছিল,
তুই ও জানিস?
হা ! সব ই জানি,বলে
সে কি হাসি .....,
সেই শিপ্রা ,'স্বামির সাথে সুখেই আছে,
দুই কন্যার জননী সে এখন ' বলতে গিয়ে,
বোনের সুখের ছায়া যেন দীর্ঘ হয়
তোমার চোঁখের তারায় ।

সেবার যখন দেশে গেলাম,তোমার পাঁচ বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে দেখে কি ভাল যে লাগছিল অরিত্র। কথায় কথায় ফিরিয়ে আনছিলে আমাদের সেই সোনালি শশব!
আবেগের বাষ্পে ধূয়া আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলে যেন বার বার.....
তোমার চোঁখের পানে চেয়ে অনুভব করেছিলাম,
কি জানো?
আমার জন্য কিছুটা ভালবাসা এখন ও রয়ে গেছে
কোথায় যেন-!
সত্যি কি অরিত্র?
তাহলে কেন তুমি পালাবার কথা ভাব আজ?
থাক না যেখানে যার জন্য যতটুকু ভালবাসা আছে
গোপনে !
টিম-টিম করে কূপির আলোর মতই না হয় জ্বলুক !
তাই নিয়ে তুমি থাক তোমার মত করে,
আমি থাকব আমার মত॥
তুমি পালিয়ে যদি যাও,আমাদের সে দিনগুলি ও
হারিয়ে যাবে সাথে !
তুমি কখন ও পালাবে না অরিত্র !
কখন ই না ,বল ?

(অরিত্র ,স্বপ্নাদি,নিলুকাকু,শুভ,চয়ন দা এরা কেউ ই আমার বানানো চরিত্র নয় । আমার আত্বার -আত্বীয় এরা সবাই,আমি চাই না,এদের কারো ভিটে-মাটি শুন্য দেখি কখন ও !আমি এ ও চাই না,আমরা কেউ তাদের কে পালাতে বলি,কেন তারা

পালাবে নিজ ভুমি থেকে? প্রয়োজনে তাদের পাশে দাড়াতে হবে অসীম সাহস নিয়ে,পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত শুভ-বোধের ই জয় হয় !)

কল্যাণ হোক সবার !

nondinihussain@yahoo.co.uk